প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড

চট্টগ্রাম।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের পরিচালকপর্ষদের বার্ষিক প্রতিবেদন

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি) পরিচালিত প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড (পিআইএল)-এর ৪৮তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ, সম্মানিত শেয়ারহেল্ডারবৃন্দ এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ-আস্সালামু আলাইকুম ওয়ারহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

প্রতিষ্ঠান ও আমার নিজের পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি। কোম্পানির চেয়ারম্যান হিসেবে প্রথমবারের মতো আপনাদের সাথে সাধারণ সভায় মিলিত হওয়ার সুযোগ পেয়ে আমি সত্যিই আনন্দিত ও গর্বিত। আপনাদের উষ্ণ উপস্থিতি আমাদের সবসময় কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করে।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ, আপনারা জানেন যে, প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ (পিআইএল) সরকারের মালিকানাধীন দেশের একমাত্র গাড়ি সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠান, যা ১৯৬৬ সালে ইংল্যান্ডের জেনারেল মোটরস্ ওভারসীজ ডিষ্ট্রিবিউটরস্ করপোরেশন-এর কারিগরী সহযোগিতায় চট্টগ্রামের অদুরে সীতাকুন্ড উপজেলাধীন বাড়বকুন্ডে ২৪.৭৫ একর জমিতে ব্যক্তি মালিকানায় 'গান্ধারা ইন্ডাষ্ট্রিজ' নামে স্থাপিত হয়েছিল। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠানটি জাতীয়করণ হয়। পরবর্তীতে প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ নামে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন(বিএসইসি)-এর নিয়ন্ত্রণে দেয়া হয়। উৎপাদন লাইন, সিকেডি, বডিসপ, পেইন্টসপ, ফেব্রিকেশন, মেশিনসপ, মাননিয়ন্ত্রণ, ইত্যাদির প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি দ্বারা সজ্জিত প্রতিষ্ঠানটি দেশের প্রথম এবং একমাত্র সরকারি গাড়ি সংযোজনকারী কারখানা। স্বাধীনতা উত্তরকালে যখন দেশের সড়ক অবকাঠামো বিপর্যস্থ ছিল, তখন প্রগতি পরিবহণ সেক্টরে পরিবহণ সমস্যা মোকাবেলায় কার্যকর ভূমিকা পালন করেছিল। প্রতিষ্ঠানটি জাপানের ইসুজু মোটরস্, মিৎসুবিসি মোটরস্ কর্পোরেশন, ভারতের হিন্দুস্থান মোটরস্, টাটা, অশোক লিল্যান্ড, মারুতী, মহেন্দ্র, চীনের আওলাস,কোরিয়ার কোরান্ডো, মালেশিয়ার এমটিবি, ইংল্যান্ড ও তুরস্কের ম্যাসিফারগুসন প্রভৃতি বিশ্বের উল্লেখযোগ্য গাড়ি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান হতে গাড়ির সিকেডি আমদানী করে সংযোজনপূর্বক বাজারজাত করছে। নানা প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে পরিচালক পর্ষদের বাস্তবমূখী নির্দেশনা এবং কর্মকর্তা-কর্মচারী-শ্রমিকদের অব্যাহত কর্মস্পৃহায় কোম্পানি বর্তমান পর্যায়ে উপনীত হয়েছে।

ভিশন ঃ

প্রগ্রেসিভ ম্যানুফ্যাকচারিং-এর মাধ্যমে গাড়ি উৎপাদনকারী কারখানায় পরিণত হওয়া।

মিশন ঃ

গাড়ি উৎপাদনের মাধ্যমে সড়ক যোগাযোগ ও পরিবহণ খাতে ক্রমান্বয়ে স্বনির্ভরতা অর্জন।

উদ্দেশ্য ঃ

ক. বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নিয়োজিত শ্রম শক্তির দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।
খ. উৎপাদিত/সংযোজিত পণ্যের আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিতকরণ।
গ. ক্রেতার (ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের) দোরগোড়ায় বিক্রয়োত্তর সেবা পৌঁছিয়ে দিয়ে সর্বোচ্চ ক্রেতা সন্তুষ্টি অর্জন।
ঘ. দেশীয় চাহিদা পুরণের পাশাপাশি রপ্তানীর মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখা।
ঙ. নিবিড় প্রশিক্ষণের দ্বারা মানব সম্পদের দক্ষতার উন্নয়ন ঘটিয়ে প্রণোদনামূলক কর্ম পরিবেশের মাধ্যমে উৎপাদনে গতিশীলতা আনয়ন।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ, আজকের বার্ষিক সাধারণ সভার এ পর্যায়ে আমি ৩০-০৬-২০১৯ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত স্থিতিপত্র, লাভ-লোকসানের হিসাব ও নিরীক্ষা প্রতিবেদনসহ পরিচালক মন্ডলীর বার্ষিক প্রতিবেদন আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করছি। আশা করছি, কোম্পানির কার্যাবলীর উপর আপনাদের সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ আমাদের ভবিষ্যৎ দায়িত্ব পালনে সহায়ক হবে।

শেয়ার মূলধন ঃ

ক. কোম্পানির অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ১২০,০০,০০,০০০.০০ টাকা,যা প্রতিটি ১০.০০ টাকা মূল্যের ১২,০০,০০,০০০টি শেয়ারে বিভক্ত বিভক্ত।

খ. কোম্পানির বর্তমানে ইস্যুকৃত, গৃহীত ও পরিশোধিত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ২০,০০,০০,০০০/-(বিশ কোটি) টাকা, যা প্রতিটি ১০.০০ টাকা মূল্যের ২,০০,০০,০০০টি শেয়ারে বিভক্ত। তম্মধ্যে ২০০৯-২০১০ সালে ঘোষিত ৯,৭৫,০০,০০০.০০ টাকা মূল্যের ১,৯৭,৫০,০০০টি বোনাস শেয়ার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

উৎপাদন ঃ

২০১৮-১৯ অর্থবছর এবং পূর্ববর্তী বছরের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত উৎপাদনের তুলনামূলক বিবরণ নিম্নরূপঃ-

বিবরণ	২০১৮-২০১৯ (লক্ষ টাকায়)				২০১৭-২০১৮ (লক্ষ টাকায়)	
	লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত		প্রকৃত	
	সংখ্যা (টি)	মূল্য	সংখ্যা (টি)	মূল্য	সংখ্যা (টি)	মূল্য
উৎপাদন	৯০০	৪১৯৭৭.৪৫	১৪৭৩	৬৪০৫৮.২৫	১২১৯	৪৮২৪৭.৯৫

উল্লেখ্য, ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বিভিন্ন মডেলের গাড়ির উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জন ১৬৩.৬৭%। অপরদিকে, বিগত ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জন ছিল ১৩৫.৪৪%।

বিক্রয় ঃ

২০১৮-১৯ অর্থবছর এবং পূর্ববর্তী বছরের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত বিক্রয়ের তুলনামূলক বিবরণ নিম্নরূপঃ-

বিবরণ	২০১৮-২০১৯ (লক্ষ টাকায়)				২০১৭-২০১৮ (লক্ষ টাকায়)	
	লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত		প্রকৃত	
	সংখ্যা (টি)	মূল্য	সংখ্যা (টি)	মূল্য	সংখ্যা (টি)	মূল্য
বিক্রয়	৯০০	৫০০৩৩.০১	১৪৪৮	৭৩৩৯২.০৮	১২৪৬	৫৯৩৬৬.৫৫

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বিভিন্ন মডেলের গাড়ির বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জন ১৬০.৮৯ ইউনিট। অপরদিকে, বিগত ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জন ছিল ১৩৮.৪৪% ।

মুনাফা ঃ

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে মুনাফার লক্ষ্যমাত্রা ৯১৫৬.৫৮ (একানব্বই কোটি ছাপ্পান্ন লক্ষ আটান্ন হাজার) লক্ষ টাকার বিপরীতে প্রকৃত মুনাফা হয়েছে ১০১৩৩.১৭ (একশত এক কোটি তেত্রিশ লক্ষ সতের হাজার) লক্ষ টাকা। এক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ১১০.৬৭%।

সরকারি কোষাগারে জমা ঃ

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে পিআইএল সরকারি কোষাগারে ৫৬২৪৪.০০ (পাঁচশত বাষট্টি কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ) লক্ষ টাকা জমা প্রদান করেছে। বিগত ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ ছিল ২৯৩৯৬.০০ (দুইশত তিরানব্বই কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ) টাকা।

কোম্পানির নিরীক্ষিত হিসাব ঃ

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের কোম্পানির লাভ/লোকসান হিসাব, স্থিতিপত্র নিরীক্ষার জন্য নাসির মোহাম্মদ এন্ড কোং, সনদী হিসাব নিরীক্ষক, সিডিএ বিল্ডিং (৬ষ্ঠ তলা), চট্টগ্রাম-কে নিরীক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হয়। নিরীক্ষিত হিসাবের সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপঃ-

বিবরণ	অর্থবছর	
	২০১৮-২০১৯ (টাকায়)	২০১৭-২০১৮ (টাকায়)
মোট আয়/ বিক্রয়	৮৪১,৮৯,২১,০৮৯.০০	৬৭৬,৫৮,৩৫,৭৪০.০০
বাদ - ভ্যাট	(-)১০৭,৯৭,১২,৭৪৭.০০	(-)৮২,৯১,৮০,৮২৭.০০
নীট আয়/বিক্রয়	৭৩৩,৯২,০৮,৩৪২.০০	৫৯৩,৬৬,৫৪,৯১৩.০০
বাদ - কষ্ট অব সেল্স	(-)৬২৬,৫৩,৪৩,২৯০.০০	(-)৪৯৪,৫৯,৫৬,২৭০.০০
মোট লাভ	১০৭,৩৮,৬৫,০৫২.০০	৯৯,০৬,৯৮,৬৪৩.০০
বাদ - অপারেটিং ব্যয়	(-)১০,৯৫,২৯,১৩২.০০	(-)১০,০৮,৭৬,৫৬৬.০০
অপারেটিং লাভ	৯৬,৪৩,৩৫,৯২০.০০	৮৮,৯৮,২২,১০৭.০০
যোগ-অন্যান্য আয়	(+)১০,২৩,১৩,৬২২.০০	(+)১১,৫৩,৯০,২০৫.০০
বাদ-অন্যান্য ব্যয়	৫,৩৩,৩২,৪৭৭.০০	(-)৫,০২,৬০,৬১৬.০০
কর পূর্ব নীট লাভ	১০১,৩৩,১৭,০৬৫.০০	৯৫,৪৯,৫১,৬৯৬.০০

কোম্পানির ঋণের বিবরণ ঃ

ক. জনবল সুষমকরণ স্কীম (সুদমুক্ত ঋণ)

Government Man Pawer Rationalisation Scheme-এর আওতায় ১৯৯৩-৯৪ হতে ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছর পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের মোট ৯৫ জন শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তা চাকরি হতে স্বেচ্ছায় অবসরজনিত কারণে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি বাবদ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যয়িত ২,৩৫,৩০,৮৮৮/-(দুই কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ ত্রিশ হাজার আটশত আটাশি) টাকার বিপরীতে সরকারের নিকট হতে সুদমুক্ত ঋণ হিসেবে ২,৩৫,২৩,১৯৪/-(দুই কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ তেইশ হাজার একশত চুরানব্বই) টাকা গৃহীত হয়েছিল, যা বর্তমানে অপরিশোধিত রয়েছে।

খ. লীভ পে, গ্র্যাচুয়িটি এন্ড পেনশন

প্রতিবছর শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের মূল বেতনের ২৫% হারে লীভ পে এন্ড গ্র্যাচুয়িটি এবং বিএসইসি'র সেন্ট্রাল ক্যাডার ও পেনশনভুক্ত কর্মকর্তাদের অবসর সুবিধা বাবদ ৩৫% প্রভিশন করা হয়। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের প্রারম্ভিক স্থিতি ছিল ১,৯৮,১৬,১১৫/-(এক কোটি আটানব্বই লক্ষ ষোল হাজার একশত পনের) টাকা। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এ বাবদ সর্বমোট ২,৫০,৪৪,৮৫৩/-(দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার আটশত তিপ্পান্ন) টাকা প্রভিশন করা হয়েছে। তার বিপরীতে একই বছরে অবসরে যাওয়া শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি এবং প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড এমপ্লয়ীজ গ্র্যাচুয়িটি ফান্ডে স্থানান্তর বাবদ ২,১৬,৮৫,০১০/-(দুই কোটি ষোল লক্ষ পঁচাশি হাজার দশ) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। ফলে আলোচ্য খাতে পূর্বের প্রদেয় ১,৯৮,১৬,১১৫/-(এক কোটি আটানব্বই লক্ষ ষোল হাজার একশত পনের) টাকার স্থলে ৩০-০৬-২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ২,৩১,৭৫,৬৮৮/-(দুই কোটি একত্রিশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার ছয়শত আটাশি) টাকা প্রদেয় রয়েছে।

করপোরেট সামাজিক দায়িত্ব ঃ

প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ পরিবেশ ও সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল অবদান রেখে চলেছে। তম্মধ্যে বিভিন্ন প্রকার সামাজিক ও ধর্মীয় কাজে সহায়তাকরণ, শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের চিত্ত বিনোদনের জন্য বার্ষিক বনভোজন, জাতীয় দুর্যোগে সরকারী তহবিলে দান, কারখানা প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ, জাতীয় দিবসগুলো উদযাপন এবং জাতীয় দিবসসমূহে বিভিন্ন সড়ক, মহাসড়ক ও গুরুত্বপূর্ণ চত্বরসমূহ সজ্জিতকরণে সরকারকে আর্থিক সহায়তা, কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের চাকুরী প্রদান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারী-শ্রমিকদের ৪৪ জন ছেলে-মেয়েকে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ১,৯৯,৮০০/- টাকা মেধাবৃত্তি প্রদান করা হয়। কর্মক্ষেত্রকে পরিবেশ বান্ধব রাখা এবং কর্মরতদের সুস্বাস্থ্যের জন্য অতীতের ন্যায় পুষ্টিকর খাদ্য প্রদান করা হচ্ছে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন ঃ

অনুমোদিত মানব সম্পদ কাঠামো অনুযায়ী কোম্পানির কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকের সংখ্যা ৪৯৫ জন। ৩০ জুন, ২০১৯ তারিখে কর্মরত কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৩৪৬ জন (ক্যাজুয়েল ও আউটসোর্সিং এর ০৪ জনসহ)। প্রতিষ্ঠানের মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রতিটি স্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদেরকে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামাদি ব্যবহারের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। একইসাথে মেকানিকদের আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উপরন্তু, বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিএসইসিতে ইনহাউস প্রশিক্ষণসহ দেশের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট ও বৈদেশিক পেশাগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এ সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিক পেশাগত কাজের উন্নয়নের মাধ্যমে কোম্পানির প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক-ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক ছিল সৌহার্দপূর্ণ।

পরিচালক নির্বাচন ঃ

কোম্পানির আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশনের ১০৫ অনুচ্ছেদ মোতাবেক ৯(নয়)জন পরিচালক দ্বারা কোম্পানীর কার্যাদি পরিচালিত হচ্ছে। আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশনের ১১৭ নং অনুচ্ছেদ মোতাবেক বিদ্যমান ৯(নয়)জন পরিচালকের মধ্যে তিনজন পরিচালক যথাক্রমে জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম, জনাব এম. খলিলুল্লাহ খান ও ইঞ্জিনিয়ার নজরুল ইসলাম নোমান বার্ষিক সাধারণ সভায় পর্যায়ক্রমে অবসর গ্রহণ করবেন। তবে অবসর গ্রহণকারী পরিচালকবৃন্দ পুনঃনির্বাচিত/মনোনয়নের যোগ্যতা রাখেন। বার্ষিক সাধারণ সভার অনুমোদন সাপেক্ষে তাঁদেরকে পূনঃনিয়োগ অথবা কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে নতুনভাবে পরিচালক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা যেতে পারে।

নিরীক্ষক নিয়োগ ঃ

চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস ফার্ম মেসার্স নাসির মোহাম্মদ এন্ড কোং, সিডিএ বিল্ডিং (৬ষ্ঠ তলা), কোর্ট রোড, চট্টগ্রাম-কে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের কোম্পানীর লাভ/লোকসান হিসাব, স্থিতিপত্র নিরীক্ষার জন্য ভ্যাট ব্যতিত ৫৬,০০০/-টাকা পারিশ্রমিকে নিরীক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি নিরীক্ষক হিসেবে সন্তোষজনকভাবে নিরীক্ষা কার্য সম্পন্ন করেছে। কোম্পানির ২০১৯-২০ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষার জন্য মেসার্স বসু ব্যানার্জী নাথ এন্ড কোং, ১০, তাহের চেম্বার(নীচ তলা),আগ্রাবাদ বা/এলাকা, চট্টগ্রাম-কে ভ্যাট ব্যতিত ৬৫,০০০/- (পঁয়ষট্টি হাজার) টাকা 'ফি' তে বহিঃনিরীক্ষক হিসেবে নিয়োগের বিষয়টি সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণের বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করা হল।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঃ

যথোপযুক্ত পরিকল্পনার অভাবে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত পিআইএল-এর গাড়ি সংযোজন কারখানা আধুনিকীকরণ, উৎপাদন লাইন সম্প্রসারণ, উৎপাদিত পণ্য বহুমুখীকরণের মাধ্যমে ব্যবসা সম্প্রসারণ করা যায়নি। তবে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে উৎপাদিত পণ্য বহুমুখীকরণসহ বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, যা এখনো চলমান আছে। এছাড়া, পিআইএল'র চট্টগ্রামের বাড়বকুন্ডস্থ কারখানায় ৯,১৪,৭৬০ বর্গফুট ও আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকায় ২৪,৩২২ বর্গফুট এবং ঢাকাস্থ তেজগাঁও আঞ্চলিক অফিসে ৪৬,৪৬০ বর্গফুট অব্যবহৃত খালি জায়গার সুষ্ঠু ব্যবহারকরণ, উৎপাদন ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধা আধুনিকীকরণের জন্য নতুন অটোমেটিক এ্যাসেম্বলী কারখানা স্থাপন, বিক্রয়োত্তর সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণ, উৎপাদিত পণ্য বহুমুখীকরণ, ইত্যাদির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটিকে অধিকতর সফলভাবে পরিচালনার জন্য সম্প্রতি নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে ঃ

ক. অত্যাধুনিক অটোমেশন পদ্ধতির গাড়ি সংযোজন কারখানা স্থাপন প্রকল্প ঃ

পিআইএল'র কারখানা দীর্ঘ ৫৪ বছরের পুরাতন। ম্যানুয়েল পদ্ধতির উক্ত কারখানায় সংযোজন ক্ষমতা খুবই সীমিত। বার্ষিক সংযোজন ক্ষমতা মাত্র ১৩০০ ইউনিট। একমাত্র জাপানের মিৎসুবিসি মোটরস করপোরেশন ব্যতিত অন্য কোন খ্যাতনাম্না উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান পিআইএল'র কারখানায় সিকেডি সংযোজন প্রকল্প স্থাপনে আগ্রহী হয় না। এ জন্য পিআইএল'র কারখানায় বার্ষিক ৬০ থেকে ৭০ হাজার গাড়ি সংযোজনের সক্ষমতাসম্পন্ন সম্পূর্ন নতুন একটি অত্যাধুনিক অটোমেটিক গাড়ি সংযোজন কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। আধুনিক প্রেস শপ, পেইন্ট শপ, মেশিন শপ, বডি শপ, রিপেয়ার এন্ড মেইন্টেন্যান্স শপ, সংযোজন লাইন ইত্যাদিসহ প্রকল্পের লে-আউট প্লান, ডিটেইল ড্রয়িং, ডিজাইন এবং ব্যয় প্রাক্কলন করার জন্য অতি সম্প্রতি দক্ষিন আফ্রিকার বোকামোচা অটোমোটিভ ইনভেষ্টমেন্ট হোল্ডিং-কে পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি কাজ শুরু করেছে এবং ইতোমধ্যে Inception Report ও Commercial Feasibility Report দাখিল করেছে। এপ্রিল'২০২০ সালের শেষ নাগাদ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান তাদের কাজ সম্পন্ন করবে। পরবর্তী ০২(দুই) বছরের মধ্যে অবকাঠামো নির্মাণ ও মেশিনারীজ স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের পর Parts Deletion Method এ প্রগতিকে প্রগ্রেসিভ ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্টে উন্নীতকরণ এবং পর্যাপ্ত সংখ্যক বিভিন্ন ধরণের গাড়ি উৎপাদন/সংযোজন সক্ষম হবে। এরপর স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে প্রতিবেশী দেশ মায়ানমার, নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ প্রভৃতি দেশে প্রগতি সংযোজিত গাড়ি রপ্তানিতে সক্ষম হবে। এ লক্ষ্যে প্রগতি কর্তৃক খরিদকৃত চট্টগ্রামের নাসিরাবাদস্থ বাংলাদেশ ক্যান কোম্পানির খালি জায়গায় এবং মিরশ্বরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল হতে ৫০ একর জায়গা লীজ নিয়ে জাপানের মিৎসুবিসি, টয়োটা, সুজুকি, ইসুজু প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কারিগরী সহযোগীতার মাধ্যমে গাড়ীর যন্ত্রাংশ তৈরীর কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

খ. নতুন ও সময়োপযোগী মডেলের ডাবল কেবিন সংযোজন ও বাজারজাতকরণ ঃ

জাপানের মিৎসুবিসি মোটরস কর্পোরেশন ব্যতীত অন্য কোন গাড়ি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের সংগে দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি না থাকায় প্রগতির নিজস্ব পণ্য হিসেবে পাজেরো স্পোর্ট (কিউএক্স) জীপ ছাড়া অন্য কোন বাস, ট্রাক বা হালকা যানবাহন বাজারজাত করা সম্ভব হচ্ছিল না। এসব যানবাহন সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিদেশী কোন প্রতিষ্ঠানের কম্পোনেন্ট সাপ্লাই চুক্তির সাথে সাথে যৌথ উদ্যোগে অথবা দীর্ঘমেয়াদী চুক্তির আওতায় সিকেডি অবস্থায় গাড়ি আমদানি করে প্রগতির নিজস্ব কারখানায় সংযোজনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ ধারাবাহিকতায় মিৎসুবিসি এল-২০০ ডাবল কেবিন পিকআপ এর সিকেডি সংযোজন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। বর্তমানে মিৎসুবিসি'র কারিগরী বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষামূলক সংযোজন কার্যক্রম চলছে। আগামী এপ্রিল'২০২০ সাল হতে পাজেরো স্পোর্ট (কিউএক্স) জীপের পাশাপাশি মিৎসুবিসি এল-২০০ ডাবল কেবিন পিকআপের বাণিজ্যিক সংযোজন ও বাজারজাতকরণ শুরু হবে বলে আশা করা যায়। উক্ত মডেলের ডাবল কেবিন পিকআপের মূল্য ক্রেতাদের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখা সম্ভব হলে আগামীতে কাঙ্খিত পরিমাণ ডাবল কেবিন পিকআপ বিক্রয় হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। তাছাড়া, পিআইএল'র কারখানায় অটোমেশন পদ্ধতির নতুন সংযোজন কারখানা স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়িত হওয়ার পর সরকারের মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ব্যবহার উপযোগী জীপ, সিঙ্গেল বা ডাবল কেবিন পিক-আপ, মাইক্রোবাস, বাস, মিনিবাস, ট্রাক, মিনি ট্রাক, প্রভৃতি পিআইএল'র কারখানায় সংযোজন করা সম্ভব হবে।

গ. ঢাকায় স্বয়ংসম্পূর্ণ সার্ভিস সেন্টারসহ বহুতল বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ ঃ

শুরু থেকে বিভিন্ন মডেলের বিভিন্ন প্রকারের গাড়ি সংযোজন ও বাজারজাত করলেও অদ্যাবধি প্রগতির গাড়ি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিজস্ব কোন ওয়ার্কসপ বা সার্ভিস সেন্টার নেই। ফলে পিআইএল থেকে গাড়ির ক্রেতাগণকে পর্যাপ্ত সেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এ উদ্দেশ্যে ঢাকাস্থ তেজগাঁও শিল্প এলাকায় প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব জায়গায় ও অর্থায়নে গাড়ি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সার্ভিস সেন্টারসহ ৩৭তলা ভিত্তির উপর ১৪ তলাবিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। রাজউক'র অনুমোদন এবং অর্থমন্ত্রণালয়ের অর্থবিভাগের লিকিউডিটি সার্টিফিকেট পাওয়া গেছে। শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে। পরামর্শক নিয়োগের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। দ্রুত নির্মাণ কাজ আরম্ভ করা যাবে বলে আশা করা যায়।

ঘ. পিআইএল কর্তৃক খরিদকৃত বাংলাদেশ ক্যান কোম্পানি লিঃ-এর ক্রয়কৃত জায়গায় যন্ত্রাংশ উৎপাদন কারখানা স্থাপন ঃ

চট্টগ্রামের নাসিরাবাদে পিআইএল কর্তৃক খরিদকৃত ৪.৩১ একর জমি সরকারি সিদ্ধান্তক্রমে ১৯.৯৪ কোটি টাকায় সাফ কবলা দলিল মূলে হস্তান্তর গ্রহণ করা হয়েছে। পুরাতন কারখানা ভবনসহ যাবতীয় স্থাপনা বিক্রয়পূর্বক অপসারণ করা হয়েছে। সীমানা প্রাচীর নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত জমিতে গাড়ির যন্ত্রাংশ উৎপাদন কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা হাতে নেয়া হচ্ছে।

ঙ. বগুড়ার ছয়পুকুরিয়াস্থ জমিতে, খুলনার সোনাডাঙ্গায়, কুমিল্লার কোটবাড়ি সড়কের সম্মুখে নিজস্ব সার্ভিস সেন্টার ও শোরুম স্থাপন ঃ

বগুড়া শহরের ছয়পুকুরিয়াস্থ মৌজায় ২০শতাংশ জমি ৪০(চল্লিশ) বছর মেয়াদী লীজ গ্রহণপূর্বক দখল হস্তান্তরিত হয়েছে। ০৪(চার) তলাবিশিষ্ট ষ্টীল স্ট্রাকচারের ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। ২০২০ সালের মধ্যে সেখানে উত্তরাঞ্চলীয় শোরুম ও সার্ভিস সেন্টার স্থাপন করা সম্ভব হবে। খুলনা মহানগরীর সোনাডাঙ্গায় বিভাগীয় সার্ভিস সেন্টার ও শো-রুম স্থাপন করা হয়েছে। কুমিল্লা মহানগরীতে সার্ভিস সেন্টার নির্মাণ কাজ আরম্ভ হয়েছে। আগামী ফেব্রুয়ারী-মার্চ'২০২০ সাল নাগাদ উক্ত সার্ভিস সেন্টার চালু করা সম্ভব হবে।

চ. অন্যান্য বিভাগীয় শহর ও গুরুত্বপূর্ণ জেলা শহরে সার্ভিস সেন্টার স্থাপন ঃ

ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা বিভাগ ও বগুড়া জেলা ছাড়াও পর্যায়ক্রমে অন্যান্য বিভাগীয় শহরে যেমনঃ রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, বরিশাল ও ময়মনসিংহ শহরে বিএসইসি'র অধীনস্থ সকল প্রতিষ্ঠানের সাথে শো-রুম ও সার্ভিস সেন্টার স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,আপনারা জেনে নিশ্চয়ই খুশি হবেন যে, পিআইএল'র পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ এবং প্রগতি পরিবারের দক্ষতা ও আন্তরিকতার কারণে ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক অবদানের জন্য প্রতিষ্ঠানটি শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এ্যাওয়ার্ড এর প্রথম পুরস্কার লাভ করেছে। প্রতিষ্ঠার পর প্রগতি ২য় বারের মত এ জাতীয় পুরস্কার অর্জন করেছে। পিআইএলকে বর্তমান পর্যায়ে এগিয়ে নিয়ে আসার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়, বিএসইসি পিআইএল'র সাবেক অবদান কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি। আজকের বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত হয়ে ধৈর্য সহকারে আমার বক্তব্য শোনার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আপনাদের সকলের সুস্বাস্থ্য, নিরাপদ ও সর্বাঙ্গীন উন্নত জীবন কামনা করছি।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ, আমি এখন কোম্পানির ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের নিরীক্ষিত হিসাব ও নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন এবং পরিচালক পর্ষদের বার্ষিক প্রতিবেদন সদয় বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করছি।

পরম করুণাময় আল্লাহ সোবহানাহুতায়ালা আমাদের সকলের সহায় হোন। আল্লাহ হাফেজ।

তারিখ : ২৯-১২-২০১৯

(শেখ মিজানুর রহমান)
চেয়ারম্যান
পিআইএল বোর্ড